দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 SEP 1989
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস

রাজনৈতিক দলের প্রতি ঢাকা ভার্সিটি

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার জন্যে সরকারী বেসরকারী রাজ-

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

176

ঢাকা ভার্সিটি

(প্রথম পৃঃ পর)

নৈতিক নেতাদের বিশেষ করে বিএনপি চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়ার সক্রিয় সহায্য সহযোগিতা কামনা করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক কয়েকটি সন্ত্রাসের ঘটনা ও সন্ত্রাসীদের নামোল্লেখ করে এই পরিস্থিতির অবসানের লক্ষ্যে সন্ত্রাসীদের ক্যাম্পাস থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে জননেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি 'আকুল আহবান জানান।' কর্তৃপক্ষ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ফলে কোন প্রাণহানি ঘটলে তার সকল দায়-দায়িত্ব বেগম জিয়া ও তার দলের নেতৃবৃন্দের ওপর বর্তাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ অফিসের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সম্পূর্ণ শান্ত পরিবেশ ছিল, নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা হচ্ছিল সে সময় উদ্বেগ ও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে গত ৫ই সেপ্টেম্বর জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের অভি, রিপন, আমান এবং ইলিয়াস, রফিক এই দুই গ্রুপের মধ্যে প্রচন্ড গোলাগুলি ও অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার চলে। সে রাতে জিয়াউর রহমান হলের সামনে ৪০ মিনিট ধরে আনুমানিক ২৫০ রাউন্ড গোলাগুলি চলে। গোলাগুলির প্রচন্ড শব্দে গোটা ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং ছাত্রছাত্রীসহ ক্যাম্পাসের সকলকে আতঙ্ক ও দুঃস্বপ্নের মধ্যে রাত কাটাতে হয়।

গত রোববার রাত ১১টা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত অভি গ্রুপ ও ইলিয়াস গ্রুপের মধ্যে প্রশাসনিক ভবনের সামনের এলাকায় গোলাগুলি চলে। এতে এলাকার সকল ছাত্রছাত্রী শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারীকে আতঙ্কের মধ্যে রাত কাটাতে হয়। অবশ্য এতে কোন প্রাণহানি ঘটেনি বলে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করা হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে যে নয়জনকে সন্ত্রাসী ও অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বহিষ্কার করেছিল, তাদের মধ্যে অভি ও ইলিয়াস অন্যতম। গত ৫ ও ১৭ই সেপ্টেম্বর রাতের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যে কারা দায়ী—আবারও তাই প্রমাণ করছে। বেগম খালেদা জিয়া বহুবার বিবৃতি মারফত দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্যে শিক্ষাঙ্গন ও বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার দৃঢ়-সংকল্প ব্যক্ত করায় তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ। বর্তমানের তার কাজের মাধ্যমে তিনি তা প্রমাণ করবেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলেই আশাবাদী।